...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
রাজস্ব শাখা

বিষয়: মার্চ/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত রংপুর বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মো: হাবিবুর রহমান<br>বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর। |
| সভার তারিখ | ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রি:। |
| সভার সময় | বেলা- ০২.৩০ টা। |
| স্থান | সভাকক্ষ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর। |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য। |

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-কে অনুরোধ জানান। অত:পর তিনি আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভার প্রারম্ভে গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্র:নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | অবৈধ স্থাপনা ও দখলদার উচ্ছেদ | সভায় সি.এস রেকর্ড অনুযায়ী ডিমার্কেশন করে নদীর অবৈধ স্থাপনা ও দখলদার উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি সি.এস রেকর্ড অনুযায়ী সকল নদীর তীরবর্তী অবৈধ দখলদারদের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক এ কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেন।<br>সভায় সভাপতি 'সরকারি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা-১৩৩' প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মনিটরিং এর নির্দেশ দেন।<br><br>সভাপতি জনসাধারণের ব্যবহার্য জলপথ ও স্থলপথ হতে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নদীর অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কোন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন।<br>রংপুর জেলার ঘাঘট নদী খনন কাজে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবর পত্র দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, রংপুরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>সভা অবহিত হয় যে, প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি নদীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সীমানা পিলার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে রংপুর জেলার 'খোকসা | ক) সি.এস রেকর্ড অনুযায়ী ডিমার্কেশন করে নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br><br>খ) অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সরকারি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা-১৩৩ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।<br><br>গ) সব জেলার নদীর তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br><br>ঘ)জনসাধারণের ব্যবহার্য জলপথ ও স্থলপথ হতে প্রতিবন্ধকতা/অবৈধ দখল দ্রুত অপসারণ করে তথ্য এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>ঙ) রংপুর জেলার ঘাঘট নদী খনন কাজে প্রাপ্ত বরাদ্দের | ক-জ) জেলা প্রশাসক, (সকল), রংপুর বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ঘাঘট' ও কে.ডি খাল এবং কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় 'বনিদহ' নদী এবং রৌমারী উপজেলার 'দান্না' নদী নির্ধারণ করা হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার 'কাটাখালী' নদীর সীমানা নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে। লালমনিরহাট জেলার 'রত্নাই' নদীর সীমানা নির্ধারণ করে সীমানা পিলার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নীলফামারী জেলার ডোমার ও সদর উপজেলার 'কলমদার' নদীতে সীমানা চিহ্নিত করে অস্থায়ী খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে, জলঢাকা উপজেলার 'সুই' নদীর ২.৫ কিঃমিঃ, কিশোরগঞ্জ উপজেলার 'ধাইজান' নদীর ১০০০ ফুট এবং সৈয়দপুর উপজেলার 'খরখরিয়া' নদীর ১.৫ কিঃমিঃ সীমানা নির্ধারণ করে অস্থায়ী খুটি দ্বারা সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলার 'শুক' নদীর সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি সকল জেলার নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপনের বিস্তারিত তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা দেন।<br>সভায় রংপুর জেলার বদরগঞ্জের 'খটখটিয়া' নদীর জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হওয়ার বিষয়ে, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার 'কুমলাই' নদীতে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার গড়ে ওঠার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে এ কার্যালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।<br>সিটি কর্পোরেশন, রংপুর এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, শ্যামাসুন্দরী খালের পার্শ্বে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথ জরিপপূর্বক চিহ্নিত করা হয়েছে। সভাপতি, সভায় শ্যামাসুন্দরী খালের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা দ্রুত উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কেডি খালের সীমানা চিহ্নিতকরণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, অবৈধ দখলদার চিহ্নিতকরণসহ তালিকা প্রস্তুত ও সীমানা পিলার স্থাপনের বিষয়ে এ কার্যালয়ের ০৩.০৪.২০২৩ তারিখের ১১৭(৪) নং স্মারকপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি এ কার্যালয়কে অবহিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। | বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।<br>চ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নদীর অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।<br>ছ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>জ) জেলায় একটি করে নদীর সীমানা চিহ্নিত করে পিলার স্থাপন করতে হবে।<br>ঝ) বদরগঞ্জের 'খটখটিয়া' নদী এবং নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার 'কুমলাই' নদীতে অবৈধ দখলের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।<br>ঞ) শ্যামাসুন্দরী খালের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা দ্রুত উচ্ছেদ করতে হবে এবং কেডি খালের বিষয়ে এ কার্যালয়ের ০৩.০৪.২০২৩ তারিখের ১১৭(৪) নং স্মারকপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | ঝ) জেলা প্রশাসক, রংপুর/নীলফামারী।<br>ঞ) জেলা প্রশাসক, রংপুর/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, রংপুর |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ০২ | নদী দূষণ বন্ধকরণ | সভায় অবহিত করা হয় যে, সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন পৌরসভার ময়লা খালে ফেলে খাল ভরাট করে ফেলছে। যার ফলে খালের পানি নদীতে যেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সভায় কেডি খালটি উদ্ধারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি রংপুর শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করার জন্য এবং যৌথভাবে পরিমাপ করে সীমানা পিলার স্থাপনের নির্দেশনা দেন। | ক)সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার ময়লা খালে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে যেন খাল বা নদীর পানি দূষিত না হয়।<br>খ)রংপুর শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের নিমিত্ত কে.ডি.খালটি উদ্ধারের নিমিত্ত সভা করতে হবে।<br>গ) কে.ডি. খালটি যৌথভাবে পরিমাপ করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। | ক-গ) জেলা প্রশাসক, রংপুর/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, রংপুর/পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর/নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর ও সভাপতি, রংপুর প্রেসক্লাব। |
| ০৩ | বিবিধ | ক) সভায় অবহিত করা হয় যে, পানির প্রবাহমান নদীর গতি কোনভাবেই বাধাগ্রস্থ না হয় সে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে থাকলে সি.এস. ম্যাপ অনুযায়ী তা কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য প্রস্তুত করে এ কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেন। নদীর জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়ে থাকলে তা রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। | ক) নদীর গতি পানির প্রবাহ যেন কোনভাবেই বাধাগ্রস্থ না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>খ) নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে থাকলে সি.এস. ম্যাপ অনুসারে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য প্রস্তুত করে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>গ) নদীর জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়ে থাকলে তা রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ক-গ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর ও পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর। |

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো: হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.১০.০০৯.২২.১৫৪

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪৩০
০১ এপ্রিল ২০২৪

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার(১২তলা),বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড,১১৬,নয়া পল্টন, ঢাকা।
৩) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর।
৪) পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ,রংপুর।
৫) পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
৬) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।

৮) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৯) প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

১০) উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

১১) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, রংপুর।

১২) পরিচালক, বিআইডব্লিউটিএ, রংপুর।

১৩) সভাপতি, রংপুর প্রেসক্লাব, রংপুর।

১৪) ড. তুহিন ওয়াদুদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সমন্বয়ক চাকিরপশার সুরক্ষা কমিটি, রিভারাইন পিপল এবং গণকমিটি।

১৫) সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৬) অফিস কপি।

মোঃ কামরুজ্জামান সরকার
সিনিয়র সহকারী কমিশনার